| R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০১ বর্ষ
১৭শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে ভাদ্র ১৪২১
১০ই সেপ্টেম্বর, ২০১৪
নগদ মূল : ২ টাকা
বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

জঙ্গিপুর মহকুমায় জাল নোটের রমরমা কারবার---পদে পদে ঠকছে সাধারণ মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমায় জাল নোটের রমরমা বেশ কয়েকবছর ধরেই চলছে। লালগোলা, কালিয়াচক এলাকা কুখ্যাত ছিল তিনদশক ধরে। ওই সব অঞ্চলগুলো পুলিশের কড়া নজরে থাকায় গত কয়েকবছর থেকে ধুলিয়ান-সামশেরগঞ্জ, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সীমান্ত গ্রামগুলি জাল-নোট ব্যবসায়ীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে। সমশেরগঞ্জ ব্লকের নানান জায়গায়, ধুলিয়ানে গঙ্গার ঘাটে, ডাকবাংলো মোড়ে পুলিশের তৎপরতায় মাঝে মাঝে জাল-নোট কারবারীরা হাতে-নাতে ধরা পড়ছে। শিল্পবিহীন জেলায় সহজপন্থায় অল্পদিনে সায়েনশা হওয়ার লোভ কেউ ছাড়তে নারাজ। যারা সম্মানের পরোয়া করেনা, তারা সহজেই এই প্রলোভনের ফাঁদে পা দিচ্ছে। এই বিষবৃক্ষ মহীরূহের মতো সীমান্ত এলাকা এবং পার্শ্ববর্তী শহরগুলিতে দুস্কৃতিমনস্ক লোভী, অসৎ লোকদের গ্রাস করছে। আর এই বিষবৃক্ষের ফলে সর্বনাশ হচ্ছে সাধারণ মানুষের। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক, বাজার, দোকান–পোষ্ট-অফিসে জাল নোটের ফলাও কারবার চলছে। কর্মচারীরা হাতে নাতে ধরলেও নিরাপত্তার কারণে পুলিশের সাহায্য নিচ্ছে। জালনোট পুড়িয়ে ধৃত ব্যক্তিকে সতর্ক করে ছেড়ে দিচ্ছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। আগে গরু পাচারের মাধ্যমে জালনোটের কারবার চলত। এখন পাচারকারীরা নতুন নতুন পন্থা বার করছে। সোনার-বিস্কুটের লেনদেনের মাধ্যমে এই কারবার চলছে বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায়। এছাড়া ভরা নদীতে গরুর লেজ ধরে পাচারও বর্তমানে বেড়ে গেছে বলে খবর।

সি.পি.এম এর চরিত্র এখনও বদল হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সরকারে থাকলে হার্মাদ বাহিনী সক্রিয় হতো। রঘুনাথগঞ্জ সোনাটিকুরী কলোনীর ষষ্ঠি হালদার একজন পঞ্চায়েত সদস্য। প্রধানের খাস লোক ঐ গ্রামের চিত্ত হালদার 'ওয়ারিশ সার্টিফিকেট' নিতে গেলে প্রধানকে নিষেধ করেন ঐ সদস্য। তাঁর বক্তব্য এই ব্যক্তি বাঁধে মাটি ফেলার কাজে চাপ সৃষ্টি করছে। বর্তমানে সোনাটিকুরী কলোনী থেকে ম্যাকেঞ্জি পার্ক আসতে বাঁধে এক হাঁটুজল সঙ্গে শ্যাওলায় পা জড়িয়ে যায়। মেয়েদের কাপড় ভিজে যায়। এসব নিয়ে প্রতিবাদ করার জন্যই চিত্ত হালদারের ওপর প্রধান ও সদস্যদের রাগ। তাই তাকে 'ওয়ারিশ সার্টিফিকেট' দেয়া হয়নি। উল্টে পঞ্চায়েত সদস্য ষষ্ঠি হালদার চিত্তর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ আনেন। অন্যদিকে এলাকার বহু মানুষ চিত্ত হালদারের পক্ষে এবং সিপিএম পরিচালিত পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জমা দেন থানায় বলে খবর।

নতুন স্বাদের শিক্ষক দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের তালাই গ্রামে ফুড পার্কের কাছে আই.টি.সি. এবং পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ৫ সেপ্টেম্বর পালিত হলো শিক্ষক দিবস। আই.টি.সির ইনচার্জ বিশ্বজিৎ দাস এবং পাঞ্জাব ন্যাশানাল ব্যাঙ্কের স্থানীয় ডাইরেক্টার রূপচাঁদ ঘোষসহ বেশ কিছু ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতিতে হাততালি আর ফুল মালায় বরণ করলেন ৫ জন প্রবীণ শিক্ষককে। শহরের উপকণ্ঠে মিডিয়ার প্রলোভন বাদ দিয়ে তারা দিনটিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্‌যাপন করে দৃষ্টান্ত রাখলেন। ঐ দুই সংস্থা সারা মহকুমায় এবং জেলার ডোমকল এলাকায় গ্রাম্য দরিদ্র

(শেষ পাতায়)

পুরসভায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিজেপির পৌর কমিটি ৮ সেপ্টেম্বর ডেপুটেশন দিয়ে জঙ্গিপুরের পুরপিতা মোজাহারুল ইসলামকে দাবীগুলো মেটানোর অনুরোধ জানায়। পুরপিতা নেতৃত্বদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেন এবং দাবীগুলো মেটানোর প্রতিশ্রুতি দেন। প্রধান দাবীর মধ্যে ছিল -- ১) ফুলতলায় ব্রীজের রাস্তা আন্ডারপাস করে সাগরদীঘি রুটের যাত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা। ২) সমস্ত জলনিকাশী নালার সংস্কার ও হাই ড্রেনগুলোতে ঢাকনার ব্যবস্থা। ৩) হরিজনদের জন্য গ্যাস মুখোশ ও গ্লাবস–জুতোর ব্যবস্থা। ৪) বিপিএল এবং দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী রাজনৈতিক শিকারে কোন সুবিধা পাচ্ছেন না, তাদের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া। ৫) এপারের ৮টি ওয়ার্ডে গত দু'বছরে উন্নয়নে খরচের হিসাব। ৬) জঙ্গিপুর মহাশ্মশানে অরাজকতার অবসান তথা চুল্লিতে না পোড়ালে বা শবদাহের জন্য কাঠ নিয়ে এলে ন্যুনতম মাশুল নিতে হবে ইত্যাদি।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইক্কত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪২১

পথ, তুমি কাহার ?

কলিকাতা লইয়া নিন্দা-প্রশংসার কত কথা কবি, অ-কবি–কত শত মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। মেঘে মেঘে অনেক বেলা গড়াইয়া গিয়াছে। কলিকাতার বয়স তিনশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। কাহারও চোখে এই কলিকাতা সুন্দরী, কেহ দেখিয়াছেন মুমূর্ষু নগরী হিসাবে। আবার কেহ দৃষ্টি নন্দন দৃষ্টিতে উৎফুল্ল নগরী বলিয়া আদিখ্যেতা করেন। এইখানে তাহার সাতকাহনের শেষ নয়। সেখানের নিত্যদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার অভিজ্ঞান হইল––মিছিল ভারাক্রান্ত জনসমুদ্র। যেন জোয়ারের ঢল পথে পথে। মিছিলের মুখে কোন কবি জুগাইয়াছেন বাণী–'রাস্তা দাও/আমাদের যেতেই হবে/মিছিলে।' এই কলিকাতাকে দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন––মিছিল নগরী কলিকাতা। কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল––তাহা পথ জানে, মিছিলকারী জানে আর জানেন অন্তর্যামী। না পথচারী মানুষ। দাদাঠাকুরের চোখে অবশ্য কলিকাতার ভুল ধরা পড়িয়াছিল, তবে তাহা অনেক বৎসর আগে––স্বাধীনতা লাভেরও অনেক আগে। আত্মঘাতী শর্মা পূর্ব কথিত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন 'কলিকাতার খেদ' লিখিয়া। তবে যাহাই হউক––যত নামে আর বিশেষণে তাহাকে বিশেষিত করা হইলেও কলিকাতা কিন্তু কলিকাতাতেই আছে। যানজটে ভরা কলিকাতা ছুটিয়া চলিয়াছে––সে থামে নাকো––কলিকাতা শোনে নাকো, চলার খেয়ালে। কলিকাতা এখন তো কল্লোলিনী। জনে জনে জনাকীর্ণ। যানে যানে জটাজুট। প্রতিদিনের চলার মধ্যে তাহার হাঁসফাসানি, উর্দ্ধশ্বাস। ইহা তো তাহার একদিন এবং প্রতিদিনের জীবনপঞ্জী। কেহ কেহ মনে করেন কলিকাতার এই দ্রুতপদ চলাটাই হইতেছে গতিশীল সমাজের লক্ষণ। গতিশীল সমাজের মেজাজ এবং চরিত্র বৈশিষ্ট্যকে অনেকেই রক্ষা করিতে চাহেন। মিছিল নগরীতে মিছিল তো থাকিবেই। মিছিল নগরী বলিয়া অপবাদ দিলে কানে বড়ই বাজে। অতএব বাজে কথায় কাজ কি ! কলিকাতাও থাকিবে, মিছিলও থাকিবে। দুই এরই সহাবস্থানের প্রস্তাব মন্দ নয়। মহামান্য আদালত কাজের দিনে মিছিলের চলাচলের উপর কিছু নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহা নাকি কাহারও কাহারও মতে জনস্বার্থ বিরোধী। মিছিল, সমাবেশ হইল জনগণের প্রতিবাদের গণতান্ত্রিক অধিকার এবং হাতিয়ার। গণতন্ত্রে জনগণের স্বার্থ নিঃসন্দেহে বড় এবং সবার উপরে। জনকে লইয়াই তো জনতা আর প্রতিবাদী জনতাকে লইয়া রাজনৈতিক মিছিল অথবা সমাবেশ। কিন্তু একটি কথা ভাবিবার আছে। মিছিল করিবার গণতান্ত্রিক অধিকার যেমন জনগণের আছে তেমনি চলার পথে নির্ঝঞ্ঝাটে বাধাহীন আপন আপন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার অধিকারও জনগণের আছে। বিপুল জন-স্রোতের মিছিলে পড়িয়া কত শত কর্মজীবী তাহাদের কর্মস্থলে সময় মতো পৌঁছাইতে পারিল না, যে সমস্ত মুমূর্ষু রোগী যথা সময়ে হাসপাতালে গিয়া চিকিৎসিত হইতে পারিল না তাহাদের এই দুর্ভাগ্যের দায় কাহাদের উপর বর্ত্তাইবে ? সংবাদে প্রকাশ আসরাফ খানের ছয় মাসের অসুস্থ শিশুটি হাসপাতালে সময় মতো পৌঁছাইতে না পারায় তাহার দেহে রোগ সংক্রমণ বাড়িয়া গিয়াছিল। এমনি হয়তো আরো কেহ কেহ দুর্ভাগ্যের শিকার হইয়া থাকিবেন। এক সময়––মিছিলের অধিকার-অনধিকার লইয়া বেশ কিছু দিন ধরিয়া বাজার গরম ছিল। শোনা গিয়াছিল নানা জনের, নানা দলের পক্ষে বিপক্ষে চাপান উতোর। দাবী বা প্রতিবাদ লইয়া যাহারা মিছিলের শরিক হইয়া থাকেন তাহারা জনগণ, আবার পথচারী আমজনতা যাহারা স্কুলে-কলেজে-কর্মক্ষেত্রে-হাসপাতালে যাতায়াত করেন তাহারাও জনগণ। পথ ব্যবহারের ব্যাপারে উভয় শ্রেণীর জনগণের জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে তাহাও দেখার বিষয়।

শিক্ষক-দিবসের বৈঠক

শীলভদ্র সান্যাল

৩৩% বেতন বাড়াতে অনেকেরই খুব গাত্রদাহ হয়েছিল ! যেন শুধু শিক্ষকদেরই বেতন বেড়েছে, আর কারও নয়। কলেজ-শিক্ষকরা ৭০-৮০ হাজার টাকা বেতন পান, তা নিয়ে অবশ্য খুব একটা হৈ-চৈ হয় না। ওঁরা এলিট-ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত কিনা ! হপ্তায় দু'দিন অফ্ ড্রে আর ছাত্র পলিটিক্সের সুবাদে মাসে দশদিন ক্লাশ-লোড্ থেকে অব্যাহতি। ইদানিং আবার ছাত্রভর্তি অ-সন্তোষের কারণে কলেজ চত্বর গুলিতে রণাঙ্গনের চেহারা। তালা-বন্দী-প্রিন্সিপ্যাল আপন চেয়ারটিতে ঠুঁটো-জগন্নাথের মত ব'সে থাকেন, আর বন্ধ-দরজার বাইরে ছেলেরা সতরঞ্জি পেতে আয়েসে বিড়ি ফোঁকে। এ-দলে ও-দলে সংঘর্ষ, মারামারি, বোমাবাজি। অবস্থা সামাল দিতে পুলিশ ছুটে আসে। ছাত্র-সংসদ নির্বাচনে শহর জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি। ফেস্টুন পতাকা আর উর্দির খবরদারিতে ভুল হ'য়ে যায়, একি আবার লোকসভার নির্বাচন ? নাকি ছাত্রদের ? কলেজগুলিতে এই নৈরাজ্য এখন এক পিরিচিত দৃশ্য। শিক্ষকগণ অবশ্য মাস মাইনের মোটা খামখানা পেয়ে যান ঠিকঠাক। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, কলেজে আজকাল পড়াশোনা হচ্ছে তো ? আছে তো শিক্ষার উপযোগী পরিবেশ ?

কলেজের কলা থাক। এখানে আমরা বলতে চাইছি 'স্কুল-শিক্ষকদের কথা। তাঁদের বেতন বৃদ্ধিতে যাঁদের চোখ টাটাল তারা কিন্তু অনায়াসে ভুলে গেলেন, সত্তরের দশক পর্যন্ত শিক্ষকদের কোন পেনশন ছিল না। তখন কিন্তু কাউকে হা–হুতাশ করতে দেখা যায়নি। এমনকি, এক সময় শিক্ষকরা ছিলেন সমাজের অন্যতম

(পরের পাতায়)

৫ই সেপ্টেম্বর স্মরণে

শিক্ষক দিবসে আমরা, শিক্ষকরা এবং শিক্ষাদপ্তর আয়নার সামনে দাঁড়াই

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

সেদিন সর্বপল্লী ড: রাধাকৃষ্ণানের বিরাট পান্ডিত্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী তাঁর মহামূল্য অবদানের কথা, গবেষণার কথা চিন্তা করে ভারত সরকার চালু করেছিল তাঁর জন্মদিন ৫ই সেপ্টেম্বর 'শিক্ষকদিবস' হিসাবে উদ্‌যাপিত হবে। সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম, দেশের রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন হঠাৎ লালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুতে টালমাটাল হওয়ার মতো ঘটনা এবং প্রচুর হিরে-মুক্তার মত গ্রন্থাবলী, এরকম আরো উজ্জ্বল অধ্যায় আছে ঐ মনীষীর।

সেই থেকে এটা রেওয়াজ যে, সারা দেশের যাঁরা ভালো ভালো সজ্জন শিক্ষক-শিক্ষিকা, যাঁরা নাকি নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে অনুকরণীয় পদচিহ্ন রেখেছেন তাঁদেরকে বাছাই করে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দেওয়া হবে। হচ্ছেও। এটা ঠিক, যেভাবেই হোক কিছু শতাংশ মূল্যায়ন ঠিক হয়, বিশেষ করে বাংলার বাইরের রাজ্যগুলোতে। বাংলার সর্বত্র এখন মূলধন "রাজনীতি" বলে, এখানে বিচার প্রায়ই হয় শাসকদলের আস্থাভাজন কে কে। তেল কে বেশী ঢেলেছে, নাম যায় প্রায় ক্ষেত্রেই তার। আমাদের রাজ্যে তো একজন শিক্ষকের যোগ্যতা বিচারের জন্যে কাউকে রাখাই হয় না। কার রিপোর্টে কে তালিকা বানায় ? কার মূল্যায়ন কে করে ? সব ভোঁ ভোঁ। গত ২০ বছরে সর্বশিক্ষা মিশনের হাজার হাজার কোটি টাকার এক বড় অংশ জলে যাচ্ছে অর্থাৎ যাদের পকেটে যাচ্ছে, তাদের বেশীর ভাগই তো শিক্ষক ! ফি বছর ৮/১০ লাখ করে এক একটা স্কুলে গৌরী সেনের টাকা চলেই আসছে। এটা যথাযথ খরচ হচ্ছে কিনা দেখবে কে ? শিক্ষা দপ্তরের ইনস্‌পেকটার, ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার, সর্বশিক্ষা দপ্তরের লোকজন বেপরোয়া পকেট ভর্তি করছেন। আমার ২৬ বছরের শিক্ষকতায় ও পরবর্তীতে ১ বছর 'গেষ্ট টিচার' এর অভিজ্ঞতায় দায়িত্ব প্রাপ্তদের সবুজ সংকেতে অবাধে লুঠপাট হতে দেখেছি।

আমি যে স্কুলে ২৬ বছর কাটিয়েছি, সেখানে সরকারের টাকা লুট করতে বাধা দিয়েছি বলে আমাকে জেলে পাঠানোর সুব্যবস্থা হয়েছিল। ডি.আই.জেলাশাসক, মহকুমা শিক্ষাদপ্তর, মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষামন্ত্রী পর্য্যন্ত কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না তাঁরা ঐ লুঠের কথা জানেন না। সমস্ত প্রমাণ আমার সংগ্রহে আছে। বন্ধুরা বলে তাবিজ করে গলায় ঝুলিয়ে রাখ। কিস্‌সু হয়নি। আজো লুঠ চলছে। এইসব হেডটিচার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষাবন্ধু, এস.আই, এ.আই, ডি.আই, সব শাসকদলের পতাকার টুকরো পালাবদলের রাত্রেই মালাবদল করে নিয়ে দিব্যি করে খাচ্ছেন। প্রতি মহকুমায় শিক্ষাদপ্তর থেকে খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। জেলায় শিক্ষাদপ্তরে অন্তত ১০০ জন বছর গেলে লক্ষ লক্ষ টাকা বেতন পকেটে পুরছেন, আর সরকারের কোটি কোটি টাকা জলাঞ্জলি যেতে সাহায্য করছেন চুরিতে নীরব থেকে। এরাই কি রাজ্যে তথা রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় শিক্ষকের তালিকা পাঠান ? তবে কিছু ব্যক্তিক্রম তো আছেই।

(পরের পাতায়)

শিক্ষক-দিবসের বৈঠক

..... ২ পাতার পর

অবহেলিত শ্রেণি। কারণটা অবশ্যই আর্থিক দীনতা। এ-প্রসঙ্গে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার কৌতুকপ্রদ গল্পটি সুপ্রচলিত। যাঁরা শিক্ষক-সমাজকে এতদিন ধরে এই চোখে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের এই অ-ভাবিত বেতন বৃদ্ধি মেনে নিতে কষ্ট হবে বইকি !

গাত্রদাহের অন্য কারণটি, গৃহ-শিক্ষকতা বা প্রাইভেট টিউসন। মজার কথা হল, যাঁদের এই গাত্রদাহ, তাঁরাই কিনা আপন ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাইভেট টিউটর রাখেন। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, প্রাচীন ভারতবর্ষের আশ্রম থেকে শুরু ক'রে বর্তমান ভারতের টোল পর্যন্ত গৃহশিক্ষকতার চলন বেশ ভালরকমই ছিল। সেকালে শিক্ষকরা দক্ষিণা নিতেন কাইন্ড-এ (বিনিময়-মূল্য হিসেবে তখন মুদ্র প্রথার চলন হয়নি)। এখন নেন ক্যাশ-এ। প্রশ্ন হল, যে-কোনও পেশার লোকই যখন অধিক স্বাচ্ছল্যের জন্য উপরি আয়ের উপায় খোঁজেন, তখন শিক্ষকদের ক্ষেত্রে তা দোষের হবে কেন ! তাঁরাও তো এই সমাজেরই লোক !

অনেকে আবার শিক্ষকদের অধিক অর্থ-লালসায় যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হয়ে, তাঁদের নিন্দাবাদে মুখর হন ও বুনো রামনাথের যুগের কথা স্মরণ ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন ! মনে রাখা দরকার বুনো রামনাথকে বহু পেছনে ফেলে এসেছি আমরা। বর্তমান ভোগবাদী জীবনে, যেখানে সবাই ঢেউ খাচ্ছে, সেখানে, শিক্ষকরাই শুধু আদর্শের আলখাল্লা পরে দূরে দাঁড়িয়ে আঙুল চুষবেন, এমনটা ভাবা বাড়াবাড়ি নয় নি ? সেন্টিমেন্টের পুরনো চশমাটা অতএব খুলে ফেলে, বর্তমান সমাজের সর্বত্র কী বিপুল পালা বদলের হাওয়া এসে লেগেছে-- সেইটে সাদা-চোখে অনুধাবন করা দরকার। সবাই চল্‌তি হাওয়ার পন্থী হবেন, আর শিক্ষকরাই কেবল ব্যতিক্রমের পরাকাষ্ঠা হ'য়ে এক কোণে পড়ে রইবেন, এ আবার কেমন কথা ? মনে রাখতে হবে, তাঁরা কোনও অসৎ উপায়ে টাকা রোজগার করছেন না, টিউসনিই করছেন ? শিক্ষা-নামক 'বিপণনই' ভাঙিয়ে উপরি আয় বই তো নয়। তবু, সবার ঈর্ষাপরায়ণতা দেখে মনে হয়, এঁরা তো কেউ অতি মানুষ নন, মানুষ-ই !

বর্তমান শ্রী-ময়ী সরকার (কন্যাশ্রী সারা বিশ্বে নাকি সাড়া ফেলে দিয়েছে) গুণীজনদের মর্যাদা দিতে জানেন। রত্ন-ভূষণ-বিভূষণ-এর ছড়ছাড়ি। এসব দেখে তবুও আমরা খুশি হচ্ছি। কিন্তু মোটেও খুশি হচ্ছি না, যখন দেখছি, টেট পরীক্ষার ভাগ্য আদালতে ঝুলে আছে। সেই সঙ্গে লক্ষ-লক্ষ বেকার ছেলে-মেয়েদের অনিশ্চিত জীবন। এস্‌-এস-সি পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে না। খুশি হচ্ছি না, যখন দেখছি, ভুলে-ভরা

(শেষ পাতায়)

শিক্ষক দিবসে আমরা

..... ২ পাতার পর

যারা আছেন তাঁদের কণ্ঠস্বর দুর্বল। মুর্শিদাবাদ জেলা তো দূরের কথা, এ বাংলায় একটা হাইস্কুল বা হাইমাদ্রাসা আছে যারা ক্লাসরুম তৈরীর জন্য বরাদ্দ টাকা থেকে ন্যায্য ব্যয়ে ঘর সম্পূর্ণ করে নানা বাধা, নানা আইনী ঝামেলা সহ্য করেও চার লক্ষ টাকার মধ্যে ৬৩ হাজার টাকা সরকারকে ফেরৎ দিয়েছেন। নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেননি। আমার জানা নাই। জানতে চাইছি। ডি.আই. কে চিঠি দিয়েছি অথচ রঘুনাথগঞ্জ -২ ব্লকের সেই পাইকোড়া আপার প্রাইমারীর হেডটিচার, সজ্জন মানুষ রবীনবাবু কোনও আধিকারিকের নজরে এলেন না। নজরে এলেন না বাঙ্গাবাড়ি হাইস্কুলের ভজনবাবু, যিনি বিবেকানন্দের মূর্ত্তি, মেয়েদের হোস্টেল, লাইব্রেরী, সুন্দর বাগানসহ প্রচুর বিল্ডিং সব দলের লোককে সঙ্গে নিয়ে গড়ে দিলেন। এরকম আরো কত দৃষ্টান্ত আছে--যাঁরা স্বীকৃতি পাবেন না, কেননা আমাদের নাম এ.আই., ডি.আইরা পাঠাবেন না, কাছা এবং রক্ষাকবজ খুলে যাবে। রবীনবাবুর হাতে তেলের বাটি নাই, ভজনবাবু এ.টি.বি.এ. করেন। এরা সুশিক্ষিত হতে পারে ? শহরে এসে যেসব সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কথা শুনেছি, অনেককে দেখেছি যেমন, – পশুপতি চক্রবর্তী, পূর্ণচন্দ্র সাহা, তারাপদ দাস, শ্যামাপদ রায়, সিদ্ধেশ্বর ঘোষাল, দানেশ সাহেব, এরা সম্ভবত সেদিনও কোন পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হননি, কিন্তু অনেকের

(শেষ পাতায়)

লোক প্রসার প্রকল্প

সত্যমেব জয়তে

লক্ষ্য : বাংলার ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন
উদ্দেশ্য : বাংলার প্রত্যন্ত প্রান্তের প্রত্যেক লোকশিল্পীকে স্বীকৃতি প্রদান ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করা
লোকশিল্পীরা পাবেন : পরিচয়পত্র, ষাটোর্দ্ধ শিল্পীদের মাসিক পেনশন, ১৮ বছর বয়সের উর্দ্ধে মাসিক বহাল ভাতা, সকলের জন্য বছরভর নিয়মিত সরকারি প্রচারমুলক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ

প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য প্রত্যেক লোকশিল্পীকে আবেদন করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।
২০১৪-১৫ সালের জন্য আবেদনের শেষ তারিখ ৩১ আগষ্ট ২০১৪
লোকশিল্পীরা সংশ্লিষ্ট জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক/ মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের কাছে সাদা কাগজে আবেদন করতে পারবেন। (যাঁরা ইতিমধ্যেই পরিচয়পত্র পেয়েছেন/পাওয়ার জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের আর আবেদনের প্রয়োজন নেই।)
আবেদনে যা যা উল্লেখ করতেই হবে : (১) শিল্পীর নাম (২) জন্মতারিখ (৩) বয়স (৪)পুং / স্ত্রী (৫) বাবা/মায়ের নাম (৬) ঠিকানা (৭) ফোন নম্বর (৮) ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর (৯) ব্যাঙ্কের আই এফ এস সি নম্বর (১০) লোকশিল্পের আঙ্গিক (১১) লোকসংস্কৃতিতে অভিজ্ঞতার বিবরণ
সংযুক্তি : দুটি স্ট্যাম্প মাপের এখনকার ছবি, ভোটের কার্ডের প্রতিলিপি, ব্যাঙ্কের পাস বইয়ের প্রথম পাতার প্রতিলিপি, লোকশিল্পী হিসাবে শংসাপত্র
(স্বাক্ষরকারী-স্থানীয় সাংসদ/বিধায়ক/সভাপতি পঞ্চায়েত সমিতি/ সমষ্টি উন্নয়ন অধিকারিক/পৌর প্রধান/পুরসভা বা পুরনিগমের কার্যনির্বাহী আধিকারিক)

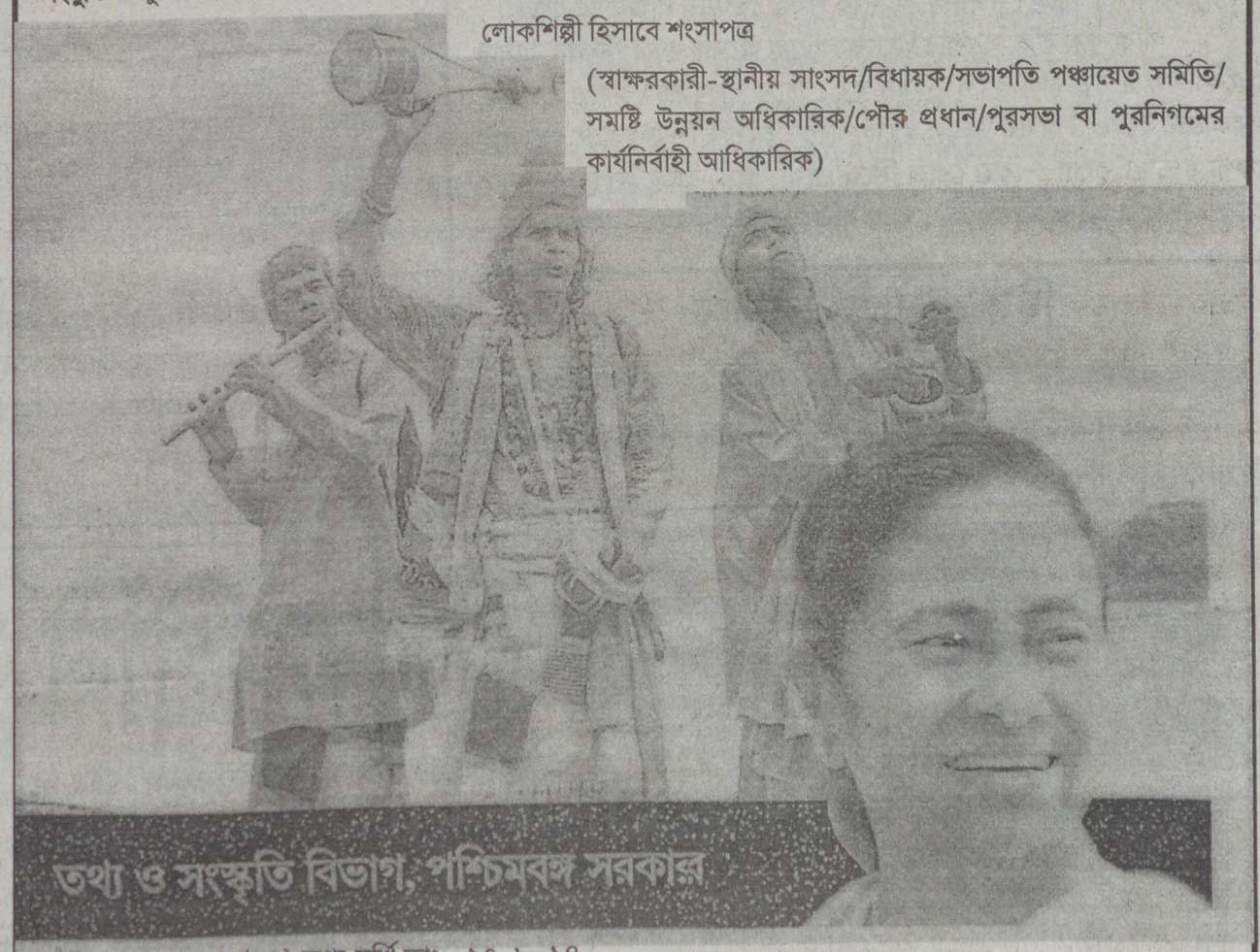

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং-১০০০;(২২) তথ্য;মুর্শি তাং- ২৭-৮-১৪

শিক্ষক দিবসের শিক্ষাদপ্তর .....(৩ পাতার পর)

মণিকোঠায় তাঁদের স্মৃতি আজও সমুজ্জ্বল। তবে বুক বাজিয়ে বলতে পারি আমরা করে দেখিয়েছি। সেই রাগে রঘুনাথগঞ্জ ২ নং এর এক শিক্ষাবন্ধু এবং সেই ব্লকের ইঞ্জিনিয়ার পেছনে লেগেছিল স্কুল এলাকার মস্তানদের সঙ্গে নিয়ে। ইঞ্জিনিয়ার বিল সই করেনি ৬/৭ মাস। সেজন্য চাকরী ছাড়িনি। রাজ্য সরকার প্রবীণ শিক্ষকদের বেতন করলেন মাসে ৫ হাজার। গ্রামে মজুররা ২৫০ টাকার নিচে কাজ করে না ! মাষ্টাররা আজো ঐ লজ্জাজনক বেতনে কাজ করছেন, ৬৫ না হওয়া পর্য্যন্ত। ১০/২০ লাখ টাকায় অবসর নিয়ে, চুটিয়ে প্রাইভেট পড়িয়ে আমাদের অভাব ঘুঁচলো না ! লজ্জা নাই কার ? সরকারের না আমাদের ? কার লজ্জা, আজ হাজারখানেক প্রবীণ শিক্ষক শিক্ষিকা ন্যায্য বেতনটুকু পেতে রাজ্য সরকারের বে-আইনি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে গাঁটের কড়ি খরচ করে বিচার চেয়েছেন ? ঐ হাইকোর্টের নির্দেশেই সরকার গেষ্ট টিচারদেরকে কিছুটা বেতন দিতে বাধ্য হয়েছে। অথচ ঐ শিক্ষকরাই আপার প্রাইমারী (পঞ্চম থেকে অষ্টম) স্তরকে ধরে রেখেছেন, কেননা এস.এস.সি থেকে নিয়োগ হয় কম। যে নষ্টামীর পাল্লায় পরেছিলাম ঘর বানাতে গিয়ে, তার হুবহু উল্লেখ করে এস.আই. কে পদত্যাগ পত্র দিয়েছি, তার কপি উর্ধতন দপ্তরে পাঠিয়েছি। কোথাও কোন তদন্ত হয়নি। যেন গোটা দপ্তর বসে আছে চুরি করানোর জন্যেই। আমাকেও একটা তদন্ত কমিটিতে রাখা হয়েছে। গাড়ী নাই, বেতন নাই, কর্মসূচীও বন্ধ। কালে কস্মিনে ডাক আসে। ভাল ভাল কথা বলে টিফিন খেয়ে চলে আসি।

প্রতি জেলায় প্রতি বছর মাননীয় শিক্ষকদের একাংশের হাত ধরে শুধু সর্বশিক্ষা মিশনেরই কমবেশী ১০০ কোটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। এটা সারদা চিটফান্ডের কাছাকাছি নয় কি ? এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা তেল মেরে শাসকদলের গায়ে গা লাগিয়ে নানা পুরস্কার নিলর্জ্জের মতো মিডিয়ার সামনে পকেটে তুলছেন। দীর্ঘদিন আগে এক নামজাদা হাইস্কুলের নামজাদা হেডমাষ্টারের ছাত্রীদের সই করে টাকা মারার অকাট্য প্রমাণ তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে তুলে দিয়েছিলাম। ঐ শিক্ষকের জেল তো হয়নি বরং তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাই স্রোতের বিরুদ্ধে হেঁটে বরাবর নানাভাবে রক্তাক্ত হলেও আমাদের মত হাঁদারামরা অবশ্যই ঐ 'পুরস্কারের যোগ্য হই না। আই.টি.সি. এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের এবারের তালাই গ্রামে (ফুডপার্কের কাছে) অনুষ্ঠিত ৫ই সেপ্টেম্বরের অনাড়ম্বর অথচ হৃদয়গ্রাহী সভায় স্মৃতিগুলো বড় জ্বালাচ্ছিল।

শিক্ষক দিবসের বৈঠক ..... (২ পাতার পর)

পাঠ্যপুস্তক ছাপা হচ্ছে। নজরুলকে নিয়ে পর্যন্ত ভোটের রাজনীতি হচ্ছে।

পরিশেষে বলি, সরকার অনেককে তো অনেক রত্নই দিলেন, এবার থেকে শিক্ষক রত্ন চালু হ'লে কেমন হয়। তবে ব্যাপারটা আরও শোভন, সরকারের ইমেজও আরও উজ্জ্বল হ'তে পারে। অতিথি শিক্ষকরা না তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো--কিন্তু খোঁজ নিলে দেখা যাবে, রাজ্য জুড়ে, এ-রকম আদর্শ-শিক্ষক অনেকেই আছেন, যাঁরা সত্যিই ওই পুরস্কারের যোগ্য।

দ্বিতল বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ শহরে ভাগীরথী পল্লীতে দেড় কাঠা জায়গার উপর একটি দ্বিতল বাড়ী বিক্রয় আছে। দালাল নিষ্প্রয়োজন। সরাসরি যোগাযোগ করুন – ৯৭৩৪৩৩০৩২৭

লায়ন্সের নতুন বডি

নিজস্ব সংবাদদাতা :- জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের নতুন বডি আনুষ্ঠানিকভাবে ২৮ আগষ্ট গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের সাংসদ অভিজিত মুখার্জী, লায়ন্সের ডি.জি. পবনকুমার বেরি প্রমুখ। অনুষ্ঠানে পূর্বতন প্রেসিডেন্ট অমর সাহা নবাগত প্রেসিডেন্ট অখিলবন্ধু বড়ালের হাতে দায়িত্বভার তুলে দেন।

নতুন স্বাদের শিক্ষক দিবস ....(১পাতার পর)

শ্রেণীর জন্যে স্বাস্থ্য, কম্পিউটার, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চলেছেন। কিছুটা প্রতিকূল পরিবেশ নানা বাধা অতিক্রম করে এরা হৃদয়ের টানে যেন কাজ করে চলেছেন। শহুরে জীবনের আরাম তাঁদেরকে টানেনা, মাটির সঙ্গে শেকড় চালিয়ে নিজেদের বেঁধে রেখেছেন ঐ প্রত্যন্ত এক গ্রামের মাঠে। ছাত্রছাত্রীরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে জানালেন, আমরা সব জায়গায় ভাষণ শুনি, রেশন পাইনা। এখানে এলে মনে হয় আমরা একা নই, হেরে যাবো না জীবনযুদ্ধে। প্রবীণ কৃষকরা এদের ভূয়সী প্রশংসা করে ব্রত চালিয়ে যেতে আবেদন জানান।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

মহাপূজা, ঈদ ও দীপাবলীর

।। বিশেষ উপহার ।।

- MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
- সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
- ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
- NSC,KVP, LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
- গিফ্‌ট চেক (১০১/-,৫১/-,৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
- অল্প সুদে (মাত্র ১০%–১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষ।
- অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩% মধ্যে।
- ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
- লকার পাওয়া যাচ্ছে।
- ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শক্রঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।

আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।